জেলা প্রশাসক বান্দরবান কর্তৃক আয়োজিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২

বিদ্যমান সমস্যাসমূহঃ

১। বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর উপজেলার গোয়ালিয়া নামক এলাকাটি জেলা সদর হতে সড়ক পথে আনুমানিক ৮ কিলোমিটার দূরে এবং লামা উপজেলাটি জেলা সদর হতে সড়ক পথে আনুমানিক ৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দুর্গম একটি স্থান। বান্দরবান সদর উপজেলার ৩ নং বান্দরবান সদর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গোয়ালিয়াখোলার ১টি স্থান এবং লামা উপজেলার ৫টি স্থানে দুই পাহাড়ের মাঝে আনুমানিক ১০০-১৫০ ফুট গভীর ঝিরি (মিরিঞ্জা, নাপাং ঝিরি, তিংলা ঝিরি, ডি সি রোড ঝিরি, হেডম্যান ঝিরি) রয়েছে যে ঝিরিসমূহ দিয়ে প্রায় সারা বছর পাহাড় চুয়ে পড়া শীতল পানি প্রবাহিত হয়। তবে শুষ্ক মৌসুমে উক্ত ঝিরির পানি শুকিয়ে গেলে এর আশেপাশে বসবাসকারী মানুষজনের খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দেয়ার পাশাপাশি জুম চাষ ও অন্যান্য কৃষিজ পণ্য উৎপাদন বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে।

২। স্থানসমূহের দুই পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত ঝিরি সংলগ্ন পাহাড় ও এর আশেপাশে প্রায় ১২০০ টি পরিবারের পানির গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তাছাড়া এ পরিবারসমূহ তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য পাহাড়ে জুম চাষ ও পাহাড় সংলগ্ন সমতল জমিতে বিভিন্ন ধরণের কৃষিপণ্য চাষাবাদ করে থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে বা শীতকালে বিশুদ্ধ খাবার পানির তীব্র সংকটসহ কৃষিপণ্য চাষাবাদ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে যা এসকল পরিবারের জন্য সীমাহীন দুশ্চিন্তার বিষয়। একটি করে পর্যাপ্ত পানির জলাধার নির্মাণের মাধ্যমে পানি সঞ্চয় করে এ সকল সমস্যাসমূহ লাঘব করার সুযোগ রয়েছে।

৩। পার্বত্য অঞ্চলে দুর্গম এলাকাসমূহে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানিতে আশেপাশের পাহাড় বা টিলা থেকে নানাবিধ ময়লা, আবর্জনা, মল-মূত্র ইত্যাদি ঝিরির পানির সাথে মিশে মারাত্মকভাবে পানি দূষিত করে যা পান করার মাধ্যমে প্রায়শঃই এখানে ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে শিশু, বৃদ্ধসহ যেকোন বয়সের মানুষ মারা যেতে দেখা যায়। উক্ত পরিবারসমূহে বসবাসকারী মানুষগুলো বর্ষাকালে বিশুদ্ধ পানির অভাবে অনেক সময় এমনই মানবিক সংকটের শিকার হন। এছাড়াও অপর্যাপ্ত বৃষ্টির কারণে কৃষিক পণ্য উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে এবং মানুষজন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এই এলাকায় ও এর আশেপাশে উল্লেখযোগ্য কোন বন্ধ বা উন্মুক্ত জলাধার না থাকায় মৎস্য চাষের কোন সুযোগ নেই বিধায় এখানকার মানুষজনের প্রয়োজনীয় মাছের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটি উঁচু বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে জলাধার বা লেক সৃষ্টি করতে পারলে মাছ চাষের বিপুল সম্ভাবনা তৈরির পাশাপাশি পানির আধার সংলগ্ন পাহাড় ও এর নিকটবর্তী স্থানের বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি, সরীসৃপ, পোকামাকড়সহ নানা ধরণের প্রাণীকূলের প্রাকৃতিক পরিবেশে নিরাপদে বসবাস নিশ্চিত করা যাবে যা একটি আদর্শ বাস্তুসংস্থান তৈরীতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৪। দুই পাহাড়ের মাঝখানে লেক নির্মাণ করা হলে তা পানির অভাব পূরণের পাশাপাশি পর্যটনের বিকাশের এক নতুন দ্বার উন্মুক্ত করবে। এছাড়াও এটি ২০১৮ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক “ডেল্টা প্ল্যান-২১০০” বা “ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০” এর বিভিন্ন লক্ষ্য যেমন, সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া উক্ত জলাধার তথা লেক নির্মাণের মাধ্যমে পানি সঞ্চয় করে সেচ কাজ পরিচালনার ফলে আসেপাশের প্রায় ৪০ হেক্টর জমি চাষাবাদের আওতায় আসবে।

<u>সমস্যা সমাধানকল্পে উদ্ভাবনী ধারণাঃ</u>

- উপর্যুক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে ও বর্তমান বৈশ্বিক জলবায়ু পরিস্থিতি বিবেচনায়, উক্ত স্থানসমূহে উঁচু দুইটি পাহাড়ের মাঝখানে বাঁধ নির্মাণ করে সুদৃশ্য ও মনোরম লেক বা জলাধার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এটি নির্মাণ করা সম্ভব হলে স্থানীয় নিম্ন-আয়ের মানুষগুলোর জীবনমানের যেমন আমূল পরিবর্তন হবে তেমনই পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারের গৃহীত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে একটি আদর্শ উদাহরণ সৃষ্টি হবে। তাছাড়া পানির স্রোতকে ব্যবহার করে টার্বাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে যা দিয়ে স্বল্প পরিসরে সেচের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো যাবে।
- উপরে উল্লেখিত ধারণাকে বাস্তবসম্মত ভাবে প্রকল্পের আওতায় এনে বিদ্যমান সমস্যাসমূহকে সমাধান করার লক্ষ্যে বান্দরবান পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত “বান্দরবান জেলায় সাঙ্গু-মাতামুহুরী নদী অববাহিকায় তীর সংরক্ষণ, ড্রেজিং এবং পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থানগত উন্নয়নসহ সমন্বিত টেকসই নদী-ব্যবস্থাপনা প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্পে উক্ত ক্রিক বাঁধ নির্মাণ কাজটির সংস্থান রাখা হয়েছে যা ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

Small Scale Model

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় অর্জনঃ

সম্প্রতি বান্দরবান জেলা প্রশাসক কর্তৃক আয়োজিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় উক্ত উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শন করা হয়। যুগোপযোগী এই ধারণার স্বীকৃতিস্বরূপ মেলায় ২য় স্থান অর্জন করে বান্দরবান পানি উন্নয়ন বোর্ড।

জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা হতে পুরস্কার গ্রহণ করছেন নির্বাহী প্রকৌশলী, বান্দরবান পানি উন্নয়ন বোর্ড

পুরস্কার হাতে বান্দরবান পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ